রোগীর অধিকার

লিখেছেন **ডা. মোরশেদ চৌধুরী**

হাসপাতাল, ক্লিনিক,স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা চিকিৎসক যেখানেই হোক রোগীর ১০টা অধিকার এখন স্বীকৃত। বাংলদেশ সরকার এ অধিকার অনুমোদন করেছে। অধিকারগুলো হচ্ছে :

তথ্য জানার অধিকার

১. সেবার প্রপ্যতা বা কি কি সেবা পাওয়া যায় সে বিষয়ে সঠিক তথ্য পাবার অধিকার।

২. রোগী বা তার পরিবার হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা চিকিৎসক যেখানেই হোক সেখানে কি কি বা পদ্ধতিতে সেবা (এলোপ্যাথি, অস্ত্রোপচার, হোমিওপ্যাথ, আকুপাংচার ও বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা) পাওয়া যায় সে বিষয়ে সঠিক তথ্য জানার অধিকার রাখে।

৩. পরামর্শ ফি প্রদান না করলেও হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা চিকিৎসক এসব তথ্য রোগীকে প্রদান করতে বাধ্য।

৪. হাসপাতাল, ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকার সব সরকারি-বেসরকারি, ব্যক্তিমালিকানাধীন দাতব্য, স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিচের তথ্য প্রদান করতে বাধ্য : হাসপাতাল, ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিচালনা কিভাবে হয়ে থাকে। হাসপাতাল, ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র কি সরকারি, ব্যক্তিমালিকানাধীন, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান। হাসপাতাল, ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবাদানকারী সব শ্রেণীর কর্মীদের (বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কিংবা নার্স) শিক্ষাগত যোগ্যতা বা প্রশিক্ষেণর বিষয়ে তথ্য দিতে বাধ্য। হাসপাতালের চিকিৎসক যিনি আপনার চিকিৎসা করবেন তার নাম জানার অধিকার রোগী বা পরিবারের রয়েছে। হাসপাতাল, ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র তাদের ঘোষণা অনুসারে সঠিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত কিনা। হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবার ফি বা দর : পরামর্শ ফি বা যেকোনো ধরনের পরীক্ষার ফি জানার অধিকার রোগী বা পরিবারের রয়েছে। প্রয়োজনে হাসপাতালের দরপত্রের বৈধ দলিল দেখার অধিকার রোগী বা পরিবারের রয়েছে।

রোগীকে আরামদায়ক পরিবেশে নিরাপত্তা ও মর্যাদর সঙ্গে সেবা পাবার অধিকার

নিচের ব্যবস্থা না থাকলে কর্তৃপক্ষ সব ব্যবস্থা করতে বাধ্য : রোগীর শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা, আলো, পর্যাপ্ত বাতাসের ব্যবস্থা, আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা, সন্তানের দুগ্ধদানের ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় পানি ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, হাসপাতাল বিষয়ে তথ্য টাঙানো থাকে (লেখা ও ছবিসহ যাতে রোগীরা বুঝতে পারে)।

চিকিৎসা পদ্ধতি বেছে নেবার অধিকার

রোগী তার রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার অধিকার রাখে। চিকিৎসক - ১. রোগীকে যেকোনো পরীক্ষা করার আগে তার সম্মতি নেওয়া ও কিভাবে পরীক্ষা করা হবে সব বুঝিয়ে বলতে হবে।

২. রোগের ডায়াগনসিস বলবেন ও ব্যবস্থাপত্রে লিখে দেবেন।

৩. রোগ বিষয়ে রোগকে বুঝিয়ে দেবেন।

৪. চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা সম্ভব তার ব্যার্থতা ও সাফলতা বিষয় সঠিক ও বিস্তারিত জানাবেন।

৫. চিকিৎসা কোন পদ্ধতিতে করবেন তা সবকিছু বোঝা বা জানার পর (Informed Consent) পদ্ধতি বেছে নেবার অধিকার রোগী ও তার পরিবারের।

৬. রোগীর রোগ সম্পর্কে তথ্য পাবার অধিকার : রোগীর শরীরে কোথায় কি রোগ হয়েছে বা চিকিৎসার পরবর্তী অবস্থা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাবার বা জানার অধিকার।

প্যাথলজি বা এক্সরে, আলট্রাসনোগ্রফি, ইসিজি বা অন্য কোন পরীক্ষা করতে হলে তার কারণ জানার (চিকিৎসক পরীক্ষা থেকে কি আশা করছেন) অধিকার প্রত্যেক রোগীর রয়েছে

প্যাথলজি পরীক্ষা এক্সরে, আলট্রাসনোগ্রফি, ইসিজি বা অন্য কোনো পরীক্ষা কোথায় করাবেন সেটাও বেছে নেবার অধিকার রোগীর। সেবাদানকারী কোনো রোগীকে বিশেষ প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা করাতে বাধ্য করতে পারবেন না। পরীক্ষা যথাযথ মানের না হলে চিকিৎসক রোগীর পক্ষে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন।

দ্রুত সেবা পাবার অধিকার

হাসপাতালে আসার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত চিকিৎসা ব্যবস্থা পাবার অধিকার প্রত্যেক রোগীর রয়েছে। কর্মীর স্বল্পতা বা অন্য কোনো অজুহাত কোনোভাবেই রোগীর জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। রোগ নির্ধারণে দীর্ঘসূত্রতার কারণ (রোগ নির্ধারণে দেরি হলে) জানার অধিকার প্রত্যেক রোগীর রয়েছে।

নিরাপত্তার আধিকার

চিকিৎসার পদ্ধতি, ওষুধ বা কোনো পরীক্ষার কারণে সৃষ্ট অবস্থা থেকে রক্ষা পাবার অধিকার। এসব বিষয়ে নিরাপত্তা প্রদানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব হাসপাতালের। প্রতিটি ওষুধ বা পরীক্ষার বিষয়ে কোনো ঝুঁকি থাকলে তা জানার অধিকার প্রত্যেক

রোগীর রয়েছে। আপনাকে পূর্ব থেকে অবগত না করলে তার দায়-দায়িত্ব হাসপাতালকে গ্রহণ করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ ওষুধ পরীক্ষা প্রয়োগের আগে বিকল্প পদ্ধতি সম্পর্কে জানার অধিকার, যে কোনো ওষুধের ব্যবহার বিধি জানার অধিকার রোগীর থাকে : ওষুধের মাত্রা, খাবারের সঙ্গে সম্পর্ক, কতদিন সেবন করবেন ও ওষুধের সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, হাসপাতালে বা ক্লিনিকে অবস্থানকালে নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের।

গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার

Audio-visual : তথ্য সংগ্রহের সময় রোগীর নির্বাচিত বা সম্মতি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি না থাকা, বাইরে থেকে রোগী বা সেবাদানকারীর কথা শুনতে না পারা, শারীরিক পরীক্ষার সময় রোগীর নির্বাচিত বা সম্মতি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি না থাকা বা বাইরে থেকে দেখতে না পারা, তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা, রোগীর সম্মতি ছাড়া কোনো তথ্য প্রকাশ করা যাবে না,

রোগীর অনুমতি ছাড়া রোগীর ব্যক্তিগত তথ্য মেডিকেল রেকর্ডে লেখা যাবে না।

মর্যদার অধিকার ও ভালো ব্যবহার পাবার অধিকার

সব সেবাদানকারীর কাছ থেকে-

১. সেবা প্রদানকারীর বন্ধুসুলভ আচরণ বা ভালো ব্যবহার

২. হেসে সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলা

৩. সঠিক তথ্য প্রদান

৪. সামাজিক সব শ্রেণীর সঙ্গে একই ধরনের ব্যবহার করা (বৈষম্য থাকবে না, আগে এলে আগে সেবা পাবেন বা তথ্য পাবেন।)

৫. শিশু, স্ত্রী-পুরুষ সবার হাসিমুখে ও শিষ্টাচারের সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর পাবার অধিকার

৬. সব শ্রেণীর রোগীর প্রশ্নসমূহ সমান গুরুত্ব পাবার অধিকার, রোগীর কথা মন দিয়ে শোনা ও কথা থামিয়ে না দেয়া

ধূমপান ও তামাক জাতীয় উপাদান ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-২০০৫

২৬.৩.০৫ থেকে ধূমপান ও তামাক জাতীয় উপাদান ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-২০০৫ কার্যকর হচ্ছে। তাই ধূমপায়ীরা আর যেখানে-সেখানে ধূমপান করতে পারবেন না। প্রকাশ্যে কিছু স্থানে ধূমপান করতে পারবেন।

কোন স্থানে ধূমপান করা যাবে না?

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
- যেকোনো অফিস : সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল, সকল ধরনের স্বাস্থ্যকেন্দ্র
- পাঠাগার
- আদালতের বিল্ডিং
- বিমানবন্দর, রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল, নদী বা সামুদ্রিক বন্দরের টার্মিনাল বিল্ডিং
- সিনেমা ও থিয়েটার হল
- আচ্ছাদিত কোনো একজিবিশন, মেলা বা যাত্রা
- শপিং সেন্টার পাবলিক টয়লেট
- সরকারি বা বেসরকারি মালিকানার শিশুপার্ক
- বাস, ট্রেন বা উড়োজাহাজ

কোন স্থানে ধূমপান করতে পারবেন?

- যেকোনো খোলা জায়গায়, যেমন- রাস্তায় হাঁটতে
- যেকোনো পার্ক (শিশুপার্ক নয়)
- হোটেল বা চায়ের দোকানে (যদি কর্তৃপক্ষের বাধা না থাকে)
- নিজের বাড়িতে বা গাড়িতে

অন্যান্য বাধানিষেধ

- কোনো মাধমেই সিগারেটের **বিজ্ঞাপন** করা যাবে না : সব ধরনের পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সিনেমা হলে, রেডিও, টিভি, লিফলেট, পোস্টার, বিলবোর্ড
- খেলাধুলা বা কোনো অনুষ্ঠান **স্পন্সর / বৃত্তি** প্রদান করতে পারবে না
- কোনো স্থানে সিগারেট **ভেন্ডিং মেশিন** বসানো যাবে না
- সিগারেটের বিজ্ঞাপন দেওয়া ভিডিও টেপও প্রচার করা যাবে না

বর্তমান আইনে (২০০৫) প্যাকেটের **৩০% এলাকায় সতর্কীকরণ তথ্য** থাকতে হবে। বর্তমানে ২০ সিগারেটের প্যাকেটের সারফেস এরিয়া হচ্ছে ১২৭.৫ সেমিঃ। তার মাত্র ১১ সেমিঃ সতর্কীকরণ তথ্য বা ৮.৬৭% এলাকাজুড়ে এলাকায় সতর্কীকরণ তথ্য রয়েছে। এখন থেকে গোল্ড লিফ সিগারেটের সাদা অংশ সমান স্থানে সতর্কীকরণ তথ্য (উভয় পাশে) উল্লেখ থাকতে হবে। তা হলে প্রায় ৩০% হবে।

বর্তমান আইন চালু হলেও পূর্বের তিনটা আইন বহাল থাকবে। যেমন-

- রেলওয়ে অ্যাক্ট, ১৮৯০
- জুবেনাইল ধূমপান আইন ১৯১৯
- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মেট্রোপলিটান পুলিশ আইন

এখানে যেখানে-সেখানে ধূমপান করার বাধা রয়েছে, শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু শিশু-কিশোরদের কাছে সিগারেট বিক্রি করলে শাস্তির বিষয় উল্লেখ নেই। প্যাকেটে সতর্কীকরণ তথ্যে ১৮ বছরের কম বয়সীদের কাছে সিগারেট বিক্রি না করারও নির্দেশ থাকা উচিত বা বিক্রেতার আরো কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত।

ধারাবাহিক সেবা পাবার অধিকার

ঘোষণার সময় অনুসারে সেবাদানকারীকে (চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞ) হাসপাতালে পাওয়া রোগীর অধিকার। জরুরি বিভাগে যেকোনো সময় সেবা পাবার অধিকার

সেবা ও সেবার মান বিষয়ে মতামত প্রকাশের অধিকার

রোগীর অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা ও তার অভিযোগের জবাব পাবার অধিকার, সেবাদানকারীরা (সেবাকর্মী, চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞ) রোগীর কথা ধৈর্যসহকারে শুনতে ও গুরুত্বসহকারে উত্তর প্রদান করতে বাধ্য

হাসপাতালের যেকোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার

হাসপাতালের উন্নতির জন্য পরামর্শ প্রদানের অধিকার